

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৯৫৮

১/ বিবিধ

আরবী

أربع لا يصبن إلا بعجب: الصمت وهو أول العبادة والتواضع وقلة الشيء وذكر الله
عز وجل
موضوع

رواه تمام في " الفوائد " (رقم 2559) عن العوام بن جويرية عن الحسن عن أنس قال
فذكره موقوفا عليه. ورفعہ يحيى بن يحيى: حدثنا أبو معاوية عن العوام بن جويرية
عن الحسن عن أنس مرفوعا. أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في " آداب الصحبة "
(ص 22 – 23) والحاكم (4 / 311) وأخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (1 / 37
1 / 1) وابن عدي في " الكامل " (81 / 1) وابن حبان في " الضعفاء " (2 / 196) من
طريقتين آخرين عن أبي معاوية به وقال ابن عدي: " وهذا الحديث الأصل فيه موقوف
من قول أنس ". وأما الحاكم
فقال: " صحيح الإسناد "! ورده الذهبي بقوله: " قلت: قال ابن حبان في العوام: يروي
الموضوعات والحديث أورده السيوطي في " الجامع "، فتعقبه المناوي، فقال: "
سكت المصنف عليه، فأوهم أنه لا علة فيه، وهو اغترار بقول الحاكم: صحيح. وغفل
عن تشنيع الذهبي في " التلخيص "، والمنذري والحافظ العراقي عليه، بأن فيه العوام
ابن جويرية، قال ابن حبان وغيره: يروي الموضوعات ". ثم ذكر له هذا الحديث. اهـ.
وأورده الذهبي في " الميزان " في ترجمة العوام، وتعجب من إخراج الحاكم له. ومن
ثم أورده ابن الجوزي في

"الموضوعات"، وتعقبه المصنف فلم يأت بطائل كعادته ". قلت: واغتر به ابن عراق أيضا، فأورده في " الفصل الثاني " من " تنزيه الشريعة " (2 / 303) ولعله سبق قلم منه، فإن هذا الفصل خاص فيما تعقب فيه ابن الجوزي كما نص في " مقدمته "، فهو بالفصل الأول الذي خصه فيما لم يخالف فيه ابن الجوزي أولى كما هو ظاهر. ثم إن المناوي أفسد التحقيق السابق بقوله في " التيسير ": " أسانيدہ ضعيفه "! فإنه لا سند له إلا الذي فيه العوام! والحديث رواه ابن وهب في " الجامع " (ص 71) من طريق أخرى عن الحسن أنه كان يقول: فذكره من قوله موقوفا عليه. وقد سقط إسناده من النسخة، فلم نعرف حاله ورواه ابن المبارك في " الزهد " (629): أخبرنا وهيب، قال: قال عيسى بن مريم، فذكره فعاد الحديث إلى أنه من الإسرائيليات. وهو بها أشبه

বাংলা

১৯৫৮। চারটি বস্তু আশ্চর্যান্বিত হওয়া ছাড়া লাভ করা যায় নাঃ চুপ থাকা আর তা হচ্ছে ইবাদাতের প্রথম, নম্রতা, কম বস্তু (যা নিজের জন্য ব্যয় করা হয়) ও আল্লাহকে স্মরণ করা।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২৫৫৯) আওয়াম ইবনু জুয়াইরিয়্যাহ হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে, তিনি বলেনঃ ... তিনি মওকুফ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এটিকে আবু আব্দুর রহমান সুলামী "আদাবুস সুহবাহ" গ্রন্থে (পৃঃ ২২-২৩), হাকিম (৪/৩১১), ত্ববারানী "আলমুজামুল কাবীর" গ্রন্থে (১/৩৭/১), ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১/৮১) ও ইবনু হিব্বান "আযযুয়াফা" গ্রন্থে (২/১৯৬) অন্য দুটি সূত্রে আবু মুয়াবিয়্যাহ হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেনঃ হাদীসটি আসলে আনাস (রাঃ)-এর কথা হিসেবে মওকুফ। আর হাকিম বলেছেনঃ সনদটি সহীহ। আর হাফিয় যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেনঃ ইবনু হিব্বান আওয়াম সম্পর্কে বলেনঃ তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী।

হাদীসটিকে সুযুতী "আলজামে" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর মানবী তার সমালোচনা করে বলেছেনঃ লেখক হাদীসটির ব্যাপারে চুপ থেকেছেন, যা সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে যে, এর মধ্যে কোন সমস্যা নেই। আর তা ঘটেছে হাকিম কর্তৃক সহীহ আখ্যা দানের মন্তব্যে ধোঁকায় পড়ে। তিনি হাফিয় যাহাবীর "আততালখীস" গ্রন্থের সমালোচনা,

মুনযেরী ও হাফয ইরাকীর মন্তব্যের দিকে লক্ষ্য করেননি যে, এর মধ্যে আওয়াম ইবনু জুওয়াইরিয়্যাহ রয়েছে। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান প্রমুখ বলেনঃ তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাফয যাহাবী হাদীসটিকে “আলমীযান” গ্রন্থে আলআওয়ামের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন এবং হাকিম কর্তক এটিকে তাখরীজ করার কারণে আশ্চর্যাস্থিত হয়েছেন। এ কারণেই ইবনুল জাওয়ী হাদীসটিকে “আলমাওয়ূয়াত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72841>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন